ইউনিট ৬

সমবায় সংগঠন
(Comperatives Society)

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাস করতেই তারা ভালবাসে। সমাজের কেহই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, পরস্পর নির্ভরশীল। এই পরস্পর নির্ভরশীলতা থেকে সমবায়ের সূত্রপাত। সমবায় দেশের শ্রমজীবী এবং মেহনতি মানুষের সংগঠন। কমপক্ষে ১০ জন সমমনা ব্যক্তি হলেই এরূপ সংগঠন গঠন করা যায়। তবে ধনী বণিক ও মহাজন শ্রেণীর হাত থেকে তারা রক্ষা পাবার জন্যই সদস্যরা এরূপ সংগঠন গঠন করে। সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করে ইহা মূল উদ্দেশ্য অর্জনের সাথে সাথে প্রচুর মুনাফাও অর্জন করতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্বল্পেবত্ত মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণে সমবায়ের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠ ১ সমবায়, সংগঠনের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ⑤ সমবায় সংগঠনের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ⑤ সমবায় সংগঠনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- ⑤ সমবায় সংগঠনের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

সমবায় সংগঠনের সংজ্ঞা

শব্দগত অর্থে সমবায় হলো সম্মিলিত ভাবে কাজ করা। অর্থাৎ কোন উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে সকলে মিলে-মিশে, সমান অধিকারের ভিত্তিতে এবং স্বেচ্ছায় কাজ করাই হলো সমবায়। সমবায়ের মূলমন্ত্র হলো "সকলের তরে সকলে আমরা।"

সমাজের মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীর লোকজন স্বল্প পুঁজিকে একত্রিত করে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পারস্পারিক সহযোগিতা ও সমঅধিকারের ভিত্তিতে কাজ করার জন্য যে সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে, তাকে সমবায় সমিতি বলে।

অর্থনীতিবিদ কালভার্টের আলোকে বলা যায় যে, সমবায় সমিতি হলো এক ধরনের সংগঠন, যেখানে কিছু সংখ্যক লোক তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমান অধিকারের ভিত্তিতে স্বেচ্ছাকৃত ভাবে মিলিত হয়।"

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আশুতোষ দেবের মতে "সমবায় সমিতি হলো এমন একটি সংগঠন যার সদস্যগণ পারস্পরিক কল্যাণে যৌথ বা সম্মিলিতভাবে কাজ করে এবং সংগঠন হতে অর্জিত মুনাফা নিজেরা ভাগ করে নেয়।"

বাংলাদেশ সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ ১৯৮৪'র ২(চ) ধারা মতে "সমবায় সমিতি এরূপ একটি সমিতি যা অত্র অধ্যাদেশের আলোকে নিবন্ধিত বা নিবন্ধনের জন্য বিবেচিত।"

বাংলাদেশ সমবায় বিভাগের আলোকে- "সমশ্রেণী বা পেশাভুক্ত কতিপয় ব্যক্তি একে অপরের সাহায্যে নিজেদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির আশায় যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে এবং গণতান্ত্রিক পন্থায় পরিচালনা করে তাকে সমবায় সমিতি বলে।

উপরে যে সব সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো তা প্রথমে আপনি এবং পরে সহপাঠীদের নিয়ে পারস্পরিক আলোচনা করুন। এতে বিষয়টি আপনার নিকট পরিষ্কার হবে। (পরীক্ষায় এর এক বা দুটি উল্লেখ করতে পারেন।) তা হলে উপরের আলোচনা থেকে বুঝতে পারছি যে,

ক) সমবায় সমিতি হলো একটি বিশেষ ধরণের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান;

খ) সমাজের সমশ্রেণীর লোক (মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ) তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ইহা গঠন করে; এবং

গ) সমান অধিকার এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ইহা পরিচালনা করে।

উল্লেখ্য যে সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত পরিচালক মন্ডলীর মাধ্যমে সমবায় সংগঠন / সমিতি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

বৈশিস্ট্য

নিম্নে সমবায় সংগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করা হলোঃ

১. স্বেচ্ছামূলক সংগঠন

সমবায় সমিতি সমাজের সমভাবাপন্ন অর্থাৎ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত কতিপয় ব্যক্তির স্বেচ্ছায়মূলক সংগঠন সদস্যরা পারস্পরিক সুবিধা ও আর্থিক কল্যাণের আশায় এই সমিতি গঠন করে।

২. সদস্য পদ

প্রাপ্ত বয়স্ক সমপেশা বা সমপর্যায়ের যেকোন লোক ইচ্ছে করলেই এই সমিতির সদস্য হতে পারে। তবে প্রচলিত সমবায় সমিতি আইন অনুযায়ী ইহা গঠনে সর্বনিম্ন ১০ জন সদস্যের প্রয়োজন হয় এবং সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যার কোন সীমা নেই।

৩. উদ্দেশ্য

মুনাফা অর্জনই সমবায় সমিতির মূল উদ্দেশ্য নয়। পণ্য ও সেবা উৎপাদন ও বন্টনের সকল ক্ষেত্রে সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতা, আর্থিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধি অর্জনই ইহার, মূল উদ্দেশ্য।

৪. নিবন্ধন

সমবায় সমিতিকে বাংলাদেশ সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এবং সমবায় সমিতি নিয়মাবলী ১৯৮৭ দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হতে হয়।

৫. আইনগত সত্বা

আইন দ্বারা সৃষ্ট বলে সমবায় সমিতি কৃত্রিম ও স্বতন্ত্র সত্বা বিশেষ। ইহা নিজ নামে পরিচিত ও পরিচালিত হয়। নিজস্ব সীল মোহর থাকে। নিজে অন্যের বিরুদ্ধে বা অন্যে সমিতির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে। অপর দিকে কোন সদস্যের মৃত্যু বা অবসরেও ইহার অবসান হয় না।

৬. শেয়ার মূলধন

সমিতির শেয়ার কতকগুলো সমান অংশে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি শেয়ার মূল্য ১০ টাকার কম হতে পারে না। সদস্যরা শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে সমিতির মূলধন সরবরাহ করে। তবে সমবায় সমিতির অধ্যাদেশ অনুযায়ী শেয়ার মূল্য দ্বারা সীমিত দায় সমিতির কোন সদস্য সমিতির $\frac{1}{5}$ অংশের বা ৫০০০ টাকা অধিক শেয়ার মূলধন সরবরাহ করতে পারে না।

৭. গণতান্ত্রিক নীতি

সমিতির শেয়ার মূলধন যার যে পরিমাণই থাকুক না কেন তা বিবেচনার বিষয় নয়। 'এক মাথা এক ভোট' এই গণতান্ত্রিক নীতির উপরই সমবায় সমিতি পরিচালিত হয়।

৮. দায়-দায়িত্ব

সাধারণ ভাবে সমিতির সদস্যদের দায়িত্বের প্রকৃতি প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগকৃত শেয়ার মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। তবে সীমাহীন

দায় সম্পন্ন সমবায় সমিতির গঠন করা যেতে পারে।

৯. মুনাফা বন্টন

মুনাফা অর্জন মূল উদ্দেশ্য না হলেও সমিতির কার্যক্রম থেকে বেশ মুনাফা অর্জিত হয়। অর্জিত মুনাফার $\frac{1}{5}$ অংশ সঞ্চিত তহবিলে জমা রেখে বাকী টাকা সদস্যদের মধ্যে শেয়ার অনুপাতে বন্টন করা হয়। তবে, ভোক্তা সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে অর্জিত মুনাফা বার্ষিক মোট ক্রয়ের অনুপাতে বন্টিত হয়।

১০. ব্যবস্থাপনা

সমবায় সমিতি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত পরিচালনা পরিষদের উপর সম্পূর্ণ ন্যাস্ত থাকে। পরিচালা পরিষদ তাদের কার্যক্রমের জন্য সাধারণ সদস্যদের নিকট দায়ী থাকে। পরিচালনা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৬ থেকে ১২ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

১১. সমবায়ের আদর্শ

সমবায় সমিতির মূল আদর্শ বা নীতিমালা হলো একতাই বল, সততা, সংহতি, সাম্য, নৈকট্য, সহযোগিতা ইত্যাদি। এ সকল নীতিমালা বা আদর্শ সমবায় সমিতি গঠন, পরিচালনা ও সাফল্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১২. সেবার বিস্তার

সমবায় সমিতি সদস্যদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদানের জন্য গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও উন্নতির সাথে সাথে ইহার সদস্যদের জন্য সেবার পরিধিও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৩. ঋণদান ও ঋণ গ্রহণ

সাধারণভাবে সমবায় সমিতি সদস্য ছাড়া অপর কাউকে ঋণ প্রদান করতে পারে না এবং সদস্য ছাড়া অপর কারও নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে না। তবে নিবন্ধকের পূর্বানুমতি ও উপ-বিধির শর্তানুযায়ী এর ব্যতিক্রম করতে পারে।

১৪. শেয়ার হস্তান্তর

ইহার শেয়ার অবাধে হস্তান্তর যোগ্য নয়। ১৯৮৪ সালের সমবায় সমিতি অর্ডিন্যান্সের শর্তানুযায়ী সমিতির সম্মতিক্রমে সীমাবদ্ধ দায়যুক্ত সমবায় সমিতির শেয়ার হস্তান্তর করা যায় এবং অসীমাবদ্ধ দায়যুক্ত সমবায় সমিতির শেয়ার সদস্য ছাড়া অন্য কারও নিকট হস্তান্তর করা যায় না।

১৫. সরকারী নিয়ন্ত্রণ

সরকার সৃষ্ট আইনের অধীনে সমবায় সমিতি গঠিত ও পরিচালিত হয়। তাই ইহার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও পৃষ্ঠপোষকতা বজায় থাকে।

১৬. হিসাব নিরীক্ষা

প্রত্যেক হিসাব বৎসর শেষে সমবায় সমিতির হিসাব পত্র চাটার্ট একাউন্ট্যান্ট কর্তৃক নিরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক।

১৭. বিলোপসাধন

আইন দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার কারণে সমবায় সমিতি সহজে বিলোপ হয় না। তবে, সদস্যরা ইচ্ছা করলে সমিতির আইনের নির্ধারিত ধারার আলোকে ইহার বিলোপ ঘটাতে পারে।

সমবায় সমিতির গুরুত্ব (Inportance of Co-operative Society)

সমবায় সমিতি মূলতঃ সমাজের মধ্যবিত্ত, নিম্মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীর মেহনতি মানুষের সংগঠন। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার শোষণ ও নি□ষণের হাত থেকে বাঁচার জন্য, সামর্থ্য অনুযায়ী মূলধন সরবরাহ করে এবং নিজেদের অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য তারা এরূপ সমিতি গড়ে তোলে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির গুরুত্ব আলোচনা করা হলোঃ

১. ঐক্য সৃষ্টি

সমবায় সমিতির মূলনীতি হলো 'একতাই শক্তি' ব্যক্তি সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য সমশ্রেণীর লোকজন সম্মিলিত ভাবে

ইহা গঠন করে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে উদ্দেশ্য অর্জনে অগ্রসর হয়।

২. কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি

সমবায় সমিতির মাধ্যমে সমপেশা ও শ্রেণীর লোকদের সংগঠিত করে তাদের সুপ্ত কর্মস্পৃহাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। ফলে তাদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পায় আত্ম সম্মান বোধজাগ্রত হয়।

৩. স্বনির্ভর অর্জন

সমবায় সমিতির ঐক্যবদ্ধভাবে যৌথ কর্ম প্রচেষ্টার দ্বারা পণ্য-দ্রব্য সংগ্রহ, উৎপাদন ও বন্টনে নিয়োজিত হয়। ফলে সমিতির সাফল্যের দ্বারা সদস্যদেরও স্বনির্ভরতা অর্জিত হয়।

৪. মধ্যস্থ কারবারীদের উৎখাত

সমবায় সমিতি যৌথ ভাবে তার সদস্যদের উৎপাদনের উপকরণ সংগ্রহ, পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ কার্য সম্পাদন করে। ফলে কোন মধ্যস্থ কারবারীরই প্রয়োজন হয় না।

৬. বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সুবিধা

সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যকে একত্রিত করা হয়। সম্মিলিত প্রচেষ্টা, পুঁজি, কর্মদক্ষতা, মেধা ইত্যাদির দ্বারা বৃহদায়ত ব্যবসায়গঠন করা যায়। ফলে সদস্যরা বৃহদায়তন উৎপাদন, ক্রয় এবং বিক্রয়ের সুবিধা পেয়ে অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হয়।

৫. মূলধন গঠন

সমবায় সমিতি মূলধন গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সমিতি সদস্যদের সঞ্চয়ে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে বিরাট মূলধন গঠিতহয় এবং তা সদস্যদের কল্যাণেই ব্যবহৃত হয়।

৭. নৈতিক শিক্ষা

সমবায় সমিতি ইহার সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে। সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যদের একতা, সততা, বিশ্বাস, সাম্য, মৈত্রী, সহযোগিতা, সেবা, মিতব্যয়িতা, নিরপেক্ষতা সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয়। ফলে সদস্যদের মানসিকতা ও নৈতিক চরিত্র উন্নত হয়। সমাজের শান্তি-শৃংখলা নিশ্চিত হয়।

৮. দক্ষতা ও নেতৃত্ব বিকাশ

সমবায় সমিতি তার সদস্যদের জন্য কর্মক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভাবে হাতে কলমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বাস্তব প্রশিক্ষণ লাভ এবং সমিতি পরিচালনার সুযোগ পেয়ে সদস্যদের দক্ষতা ও নেতৃত্বে বিকাশ ঘটে।

৯. সম্পদের বৈষম্য হ্রাস

পুঁজিতান্ত্রিক ও মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে সমাজে সম্পদের যে ব্যাপক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, সমবায় সম্পদের সুষম বন্টনে সহায়তা করে তা দূরীভূত করে। সমবায় মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত লোকজনের আত্ম-কর্মসংস্থানও আয়-উপার্জনের সুযোগ দেয় এবং সদস্যদের অর্থ, সাহস, শক্তি, মনবল ও প্রেরণা যোগায়। ফলে সমাজে সম্পদ-বৈষম্য হ্রাস পায়।

১০. একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলধনকে একত্রিত করে পুঁজিপতিদের একচেটিয়া ব্যবসায়ের মোকাবেলায় বিনিয়োগ করা হয়। ফলে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়, পুঁজিপতিদের একক আধিপত্য খর্ব হয় এবং ভোক্তারাও উপকৃত হয়।

১১. জীবন যাত্রার মান-উন্নয়ন

সমবায় সমিতি সদস্যদের সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে, মুনাফা বা লভ্যাংশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ফলে সদস্যরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠে, তাদের ক্রয় ও ভোগ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, এবং তাদের জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন হয়।

১২. ঋণের সুযোগ সৃষ্টি

সমবায় সমিতির তহবিল থেকে সদস্যরা তাদের প্রয়োজন মত ঋণ সুবিধা পেয়ে থাকে। ফলে তাদের গ্রাম্য মহাজনদের থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করতে হয় না।

১৩. অর্থনৈতিক উন্নয়ন

সমবায় সমিতি সমশ্রেণীর জনসাধারণ একত্রিত হয়ে গঠন করে। কৃষি, মৎস্য চাষ, দুগ্ধ খামার, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে স্থাপিত

সমবায় সমিতিগুলো তাদের কর্মকান্ডের দ্বারা দারিদ্র বিমোচনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যা দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

১৪. সামাজিক উন্নয়ন

সমবায় সমিতি সদস্যদের আর্থিক কল্যাণের সাথে সাথে বিভিন্ন সময়ে রাস্তাঘাট ও পুল নির্মাণ ও মেরামত, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি সেচ, যোগাযোগ, আবাসিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী ইত্যাদি সমাজ কল্যাণ কাজে অংশ গ্রহণ করে সামাজিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে।

উপরে সমবায় সমিতির গুরুত্ব সম্পর্কে এতক্ষণ যে আলোচনা করা হল তা থেকে আমরা দেখি বাংলাদেশের দরিদ্র্য জনগোষ্ঠী ও মেহনতি মানুষের অর্থাৎ কৃষক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি, শ্রমিক সকলের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমবায় সমিতির ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠ-সংক্ষেপ

- সমাজের মধ্যবিত্ত, নি-মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষ তাদের সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য যে সংগঠন গড়ে তোলে, তাকে সমবায় সংগঠন বলে।
- সমবায় সংগঠনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো ইহা স্বেচ্ছামূলক সংগঠন এবং সমঅধিকারের ভিত্তিতে ইহা পরিচালিত হয়।
- সদস্যদের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা ইহা পরিচালিত হয়।
- আইন দ্বারা সৃষ্ট বলে ইহা কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বিশেষ।
- পুঁজিপতি ও মহাজনদের হাত থেকে বাঁচার জন্যই মূলতঃ সদস্যরা ইহা গঠন করে।
- সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে ঐক্যের সৃষ্টি হয়। কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পায়, বৃহদায়তন উৎপাদন ও বন্টন সুবিধা পাওয়া যায়, মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের হাত থেকে বাঁচা যায়। সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়।

পাঠ ২ সমবায় সমিতি বা সংগঠনের মৌলিক নীতিমালা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

⑤ সমবায় সংগঠনের মৌলিক নীতিমালা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

সমবায় সংগঠন সমাজের মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের আশায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই ইহার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা মেনে চলতে হয়। নিম্নে সমবায় সংগঠনের মৌলিক নীতিমালা আলোচনা করা হলোঃ

১. **একতা ঃ** একতাই বল এই মূল মন্ত্রের উপর ভিত্তি করেই সমবায় সংগঠন গঠিত হয়। সমাজের বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর লোকজন তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে একত্রিত হয়। ফলে তাদের আত্মবিশ্বাস, উৎসাহ, উদ্যোগ, শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়।

২. **সততা ঃ** সততা সমবায় সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি, সমবায় সদস্যদর "সততাই পন্থা"- এই নীতির উপর বিশ্বাসী হতে অনুপ্রাণিত করে। সদস্যদের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার দ্বারা সংগঠনের সাফল্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করা যায়।

৩. **সহযোগিতা ঃ** "সকলের তরে সকলে আমরা" এবং "দশে মিলে করি কাজ"-এই মানসিকতা নিয়ে সমবায় সংগঠনের সদস্যরা পরস্পর পরস্পরকে সকল দিক থেকে সাহায্য সহযোগিতা করে। যা সমবায় সংগঠনের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

৪. **সাম্য ঃ** সমবায় আইন দ্বারা সৃষ্ট সংগঠন। আইনের আলোকে সমবায় সংগঠনের সদস্যদের শেয়ার মালিকানা, সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা কম-বেশী হলেও সংগঠন পরিচালনায় সকল সদস্য সমান অধিকার ও মর্যাদা ভোগ করে।" এক মাথা এক ভোট"-এই পদ্ধতির জন্যই সর্বস্তরে সাম্যতা নিশ্চিত করা যায়।

৫. **বিশ্বাস ও সমঝোতা ঃ** সমবায় সংগঠনের সদস্যদের পারস্পরিক বিশ্বাস ও সমঝোতা ছাড়া ইহা টিকে থাকতে পারে না। তাই সুষ্ঠুরূপে সংগঠন পরিচালনা ও টিকে থাকার জন্য সদস্যদের পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও সমঝোতা অত্যন্ত প্রয়োজন।

৬. **শান্তি-শৃংখলা**

সমবায় সংগঠনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ইহার সর্বস্তরে যেন শান্তি-শৃংখলা বজায় থাকে সে দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। এজন্য সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ, সন্দেহ এবং বিরূপ প্রতিযোগিতার মনোভাব যেন না হয়ে সেদিকে সকলের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয়।

৭. **মিতব্যয়িতা ঃ** সমবায় সংগঠন দরিদ্র জনগোষ্ঠির সংগঠন। তাই মূলধনের স্বল্পতার কথা খেয়াল রেখে এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য সর্ব স্তরে মিতব্যয়িতা নীতি মেনে চলতে হবে। তবেই স্বল্প ব্যয়ে পণ্য-দ্রব্য উৎপাদন বন্টন সম্ভব হবে। সংগঠনের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত হবে।

৮. **গণতন্ত্র ঃ** সমবায় সংগঠনের সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করা হয়। সদস্যরা এক মাথা এক ভোট পদ্ধতিতে নিজেদের মধ্যে থেকে পরিচালনা পরিষদ গঠন করে এবং গুরুত্বপূর্ণ যে কোন বিষয়ে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করা হয়।

৯. **বন্ধুত্ব ঃ** সমবায় সমিতি সমমনাদের সংগঠন। সমিতির মাধ্যমে কাজ করতে গিয়ে সদস্যদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পায়।

১০. **নৈকট্য ঃ** সমবায়ের মাধ্যমে সম-পেশা ও শ্রেণীর জনগণ একত্রিত হয়। সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য অর্জনে কাজ করতে গিয়ে তারা পরস্পর পরস্পরের অতি নিকটে আসে। ফলে তাদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝিও হ্রাস পায়।

১১. **স্বেচ্ছামূলক সংগঠন ঃ** সমমনা ব্যক্তিগণ তাদের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য স্বেচ্ছামূলকভাবে সমবায় গঠন করে। সদস্যরা স্বেচ্ছায় সমবায়ের যোগদান করে এবং প্রয়োজন মনে করলে স্বেচ্ছায় সংগঠন ত্যাগ

করতে এবং শেয়ার হস্তান্তর করতে পারে।

১২. **নিরপেক্ষতা ঃ** সমবায় সমিতিতে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র বা দলীয় চিন্তা-চেতনাকে কখনো প্রশ্রয় দেয়া হয় না। এ সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সদস্যরা সংগঠনের কল্যানের জন্য সম্মিলিত ভাবে কাজ করে।

১৩. **মুনাফা বন্টন ঃ** মুনাফা অর্জন মূল লক্ষ্য না হলেও ব্যবসায় থেকে অর্জিত মুনাফার $\frac{1}{5}$ অংশ সংরক্ষিত তহবিলে জমা রাখা হয়। বাকী মুনাফা সদস্যদের মধ্যে শেয়ারের আলোকে বন্টন করা হয়।

সমবায় সংগঠন সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার জন্য উপরোক্ত নীতিমালা অত্যন্ত জরুরী। এ সকল নীতিমালার সুষ্ঠু প্রয়োগের উপরই সমবায় সংগঠনের সফলতা নির্ভরশীল।

পাঠ-সংক্ষেপ

সমবায় সংগঠনকে তার মূল্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অবশ্যই কতিপয় নীতিমালা মেনে চলতে হয়। যার মধ্যে রয়েছে একতা, সততা, সহযোগিতা, সাম্য, বিশ্বাস ও সমঝোতা, শান্তি-শৃংখলা, মিতব্যয়িতা, গণতন্ত্র, বন্ধুত্ব, নৈকট্য, স্বেচ্ছামূলক সংগঠন, নিরপেক্ষতা, মুনাফা বন্টন।

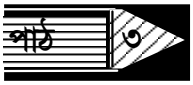

সমবায়ঃ সংগঠনের গঠন প্রণালী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ⑤ সমবায় সংগঠনের গঠন প্রণালী সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবেন।
- ⑤ ইহার গঠন প্রণালী বর্ণনা করতে পারবেন।
- ⑤ সমবায় সংগঠনের উপ-বিধি বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

গঠন প্রণালী

সমবায় সংগঠন দেশের প্রচলিত সমবায় আইন অনুযায়ী গঠন ও পরিচালনা করতে হয়। বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯৮৪ সালের সমবায় অর্ডিন্যান্সের আলোকে ১৮ বৎসর বা তার বেশী বয়সের কমপক্ষে ১০ জন সমমনা লোক স্বেচ্ছায় সম্মিলিত ভাবে সমবায় সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। প্রচলিত আইনের আলোকে সমবায় সংগঠন গঠনের পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ-

১. উদ্যোগ গ্রহণ
২. নিবন্ধনের জন্য আবেদন
৩. অস্থায়ী কার্যারম্ভের অনুমতি
৪. নিবন্ধন-পত্র সংগ্রহ এবং
৫. কার্যারম্ভ

নিম্নে এই পদক্ষেপগুলো আলোচনা করা হলোঃ

১. উদ্যোগ গ্রহণ

দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ১৮ বৎসর বা তার বেশী বয়সের যে ১০ জন লোক সমবায় সংগঠন গঠনের প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহন করে তাদেরকে উদ্যোক্তা বলা হয়। উদ্যোক্তাগণ তাদের মধ্যে থেকে ৬(ছয়) সদস্যের একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করে। যার মধ্যে একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস-চেয়ারম্যান, একজন সেক্রেটারী, একজন কোষাধ্যক্ষ এবং বাকী দুই জন সাধারণ সদস্য।

সাংগঠনিক কমিটি সমবায় সংগঠন গঠনের জন্য দেশে প্রচলিত আইনের আলোকে একটি খসড়া উপ-বিধি তৈরি করে। উপ-বিধিতে সমবায় সংগঠনের সকল তথ্য অর্থাৎ সমবায় সংগঠনের নাম, ঠিকানা, কার্যালয়, কার্য-এলাকা, উদ্দেশ্য, মূলধনের পরিমাণ, শেয়ার সংখ্যা, প্রতিশেয়ারের মূল্য, শেয়ার বিক্রির পদ্ধতি, পরিচালকদের নাম, ঠিকানা, পদবি, সংগঠনের কার্য-এলাকা ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। উল্লেখ্য যে, সংগঠন যদি শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ অর্থাৎ সসীম দায়-সম্পন্ন হয় তবে ইহার নামের সাথে লিমিটেড শব্দটি উল্লেখ করতে হয়।

আরো উল্লেখ্য যে, উদ্যোক্তাগণ ইচ্ছে করলে উপ-বিধি তৈরি না করে স্থানীয় সমবায় বিভাগ থেকে ছাপানো উপ-বিধি সংগ্রহ করতে পারে। তবে, এরূপ ক্ষেত্রে ছাপানো উপ-বিধির সকল বিষয় অনুসরণ করা হবে- এই মর্মে সাংগঠনিক সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হয়। এই পর্যায়ে প্রস্তাবিত সমবায় সংগঠনের সিলমোহরগুলো তৈরি করতে হয়।

২. নিবন্ধনের জন্য আবেদন

এ পর্যায়ে সাংগঠনিক কমিটি সংশ্লিষ্ট এলাকার সমবায় নিবন্ধকের অফিস থেকে নিবন্ধনের ফরম সংগ্রহ করে। অতঃপর নিবন্ধন ফরমটি যথা নিয়মে পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ফিসহ নিবন্ধকের নিকট জমা দিতে হয়। আবেদন পত্রের সাথে যে সমস্ত কাগজপত্র জমা দিতে হয় তাহলো-

ক. প্রস্তাবিত সমবায় সংগঠনের নাম। উল্লেখ্য শেয়ার দ্বারা দায় সীমাবদ্ধ হলো নামের শেষে লিমিটেড শব্দটি থাকতে হবে;
খ. সমিতির সদস্যদের নাম, ঠিকানা, তারিখসহ স্বাক্ষর;
গ. উদ্যোক্তাদের স্বাক্ষর সম্বলিত ২ কপি উপ-বিধি;

ঘ. সমবায় সংগঠনের সীলমোহরের নমুনা; এবং

ঙ. আবেদন-পত্রটি দেশে প্রচলিত সমবায় আইন অনুযায়ী পূরণ করা হয়েছে- এই মর্মে সংগঠনের সেক্রেটারী বা উদ্যোক্তাদের ঘোষণা পত্র।

৩. অস্থায়ী কার্যারম্ভের অনুমতি

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ফিসহ আবেদন পত্রটি নিবন্ধকের দপ্তরে জমা দেয়ার পর তিনি সমিতির বিভিন্ন দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রাথমিক ভাবে ৬ মাসের প্রবেশন সময় পর্যন্ত অস্থায়ী ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দিয়ে থাকেন।

৪. নিবন্ধন-পত্র সংগ্রহ

আবেদন পত্রটি যথারীতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলো ৬ মাসের প্রবেশন সময় সন্তোষজনক ভাবে সম্পন্ন হবার পর নিবন্ধক আবেদনপত্রটি নথিভুক্ত করেন এবং জমাকৃত উপ-বিধিতে নিবন্ধন নম্বর, স্বাক্ষর ও সীল মোহর দিয়ে উদ্যোক্তাদে নিকট এক কপি ফেরৎ দেন। অপরদিকে তাঁর দপ্তরে রক্ষিত নিবন্ধন বহিতে সমিতির নাম অন্তর্ভুক্ত করে একটি নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদান করেন। সংগঠন নিবন্ধনের সাথে সাথে ইহার সীলমোহরগুলোও নিবন্ধিত হয়ে যায়। সংগঠনের সকল প্রকার কাগজপত্রে সীলমোহর ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক।

৫. কার্যারম্ভ

নিবন্ধন-পত্র পাবার সাথে সাথেই সংগঠনের আইনগত অস্তিত্ব এবং কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তা লাভ করে। অতঃপর সাংগঠিনক কমিটি এবং উদ্যোক্তাগণ সমিতির নাম ও সীলমোহর ব্যবহার করে উপ-বিধির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে যথানিয়মে কার্য আরম্ভ করতে পারে।

সমবায় সংগঠনের উপ-বিধি

যে দলিলে সমবায় সংগঠনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কার্যাবলী পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন সংক্রান্ত সকল নিয়ম-কানুন উল্লেখ থাকে, তাকে সমবায় সংগঠনের উপ-বিধি বলে। উপ-বিধি বহির্ভূত কোন কাজ সমবায় সংগঠন করতে পারে না। এজন্য উপ-বিধিকে সমবায় সংগঠনের মূল দলিল এবং গঠনতন্ত্র বলা হয়।

সমবায় সংগঠনের আইন ও নিয়মাবলীর আলোকে যথেষ্ট সতর্কতার সাথে উপ-বিধি তৈরি করতে হয। নিবন্ধনের আবেদন পত্রের সাথে খসড়া উপ-বিধির ২টি কপি সংযুক্ত করতে হয়। নিবন্ধক উপ-বিধি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে স্বাক্ষর ও সীলমোহর দিয়ে নিবন্ধন করেন এবং এক কপি উপ-বিধি উদ্যোক্তাদের নিকট ফেরৎ দেন। অপর কপি তাঁর দপ্তরে জমা রাখেন।

বিষয়বস্তু

দেশে প্রচলিত সমবায় আইনের প্রতি দৃষ্টি রেখে এবং প্রস্তাবিত সময় সংগঠন কার্যধারার প্রতি লক্ষ্য রেখে ইহার উপ-বিধির বিষয়বস্তু স্থির করতে হয়। সমবায় সংগঠনের উপ-বিধিতে উপস্থাপিত তথ্যকে ক্রমিক নম্বর ও শিরোনাম দিয়ে লিখতে হয়। উপ-বিধিতে সাধারণতঃ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করতে হয়ঃ

১. সমবায় সংগঠনের সম্পূর্ণ নাম (সংগঠন একাধিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গঠিত হলো নামের সাথে "বহুমুখী এবং শেয়ার দ্বারা দায় সীমিত হলো নামের শেষে "লিমিটেড" শব্দের উল্লেখ থাকতে হবে)।"

২. সমবায় সংগঠনের নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ;

৩. সংগঠনের নিবন্ধিত কার্যালয় ও ঠিকানা;

৪. সংগঠনের উদ্দেশ্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ;

৫. সংগঠনের কার্য-এলাকা;

৬. সদস্যদের যোগ্যতা ও নির্বাচন পদ্ধতি;

৭. সদস্যদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য;

৮. সদস্য অপসারণ ও সদস্যপদ প্রত্যাহারের পদ্ধতি;

৯. সংগঠনের শেয়ার মূলধন এবং তা সংগ্রহ পদ্ধতি;

১০. শেয়ারের মূল্য ও সংখ্যা;

১১. শেয়ার হস্তান্তর পদ্ধতি;

১২. সংগঠনের তহবিল সংরক্ষণ ও ব্যবহার বিধি;
১৩. সদস্যদের চাঁদা বা সঞ্চয় সংগ্রহে পদ্ধতি;
১৪. সংগঠনের ব্যাংক হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি;
১৫. পরিচালা পরিষদ গঠনের নিয়মাবালী;
১৬. পরিচালক নিয়োগ পদ্ধতি এবং কার্যমেয়াদ;
১৭. পরিচালনা পরিষদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা;
১৮. পরিচালকদের অপসারণ ও অবসরগ্রহণ পদ্ধতি;
১৯. সাধারণ সভা সংক্রান্ত নিয়মাবলী;
২০. সভার কোরাম ও ভোট গ্রহন পদ্ধতি;
২১. পরিচালনা পরিষদের সভা সংক্রান্ত নিয়মাবলী;
২২. কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও অপসারণ পদ্ধতি;
২৩. সংগঠনের হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষণ পদ্ধতি;
২৪. সদস্যদের নিকট লভ্যাংশ বন্টন পদ্ধতি;
২৫. বিদায়ী সদস্যদের মূলধন ও পাওনা পরিশোধ পদ্ধতি;
২৬. ঋণ গ্রহণ ও ঋণদান পদ্ধতি;
২৭. বিরোধ নি□ত্তির পদ্ধতি;

উপরোক্ত বিষয়াদি ছাড়াও সমবায় সংগঠন তার প্রয়োজনের আলোকে যে কোন বিষয় উপ-বিধিতে সংযুক্ত করতে পারে। তবে, উপ-বিধিতে নূতন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সমবায় আইনের আলোকে শেয়ার হোল্ডারদের সাধারণ সভায় বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণহ নিবন্ধকের লিখিত অনুমতি গ্রহণ করতে হয়।

পাঠ-সংক্ষেপ

দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ১৮ বৎসরের ঊর্ধ্বের কম পক্ষে ১০ জন সমমনা লোক একত্রিত হয়েই সমবায সংগঠন গঠন করতে পারে।

সমবায় সংগঠন গঠন করতে ৫টি পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন হয়। যথাঃ উদ্যোগগ্রহণ, নিবন্ধনের জন্য আবেদন, অস্থায়ী কার্যারম্ভের অনুমতি, নিবন্ধন পত্র সংগ্রহ এবং কার্যারম্ভ।

সমবায় সংগঠন কিরূপ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে তা সমবায় উপ-বিধিতে উল্লেখ থাকে। এর বাইরে সমবায় যেতে পারে না। তাই উপ-বিধিতে সমবায়ের মূল দলিল এবং গঠনতন্ত্র বলা হয। উপ-বিধিতে অভ্যন্তরীণ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের সকল বিষয় সুচারুরূপে এবং দক্ষতার সাথে উল্লেখ করতে হয়।

পাঠ ৪ সমবায় সংগঠনের প্রকারভেদ, সুবিধা ও অসুবিধা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ⑤ সমবায় সংগঠনের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ⑤ উৎপাদক সমবায় সংগঠনের সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ⑤ ভোক্তা সমবায় সংগঠনের সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিয়বস্তু ঃ সমবায় সংগঠনের প্রকারভেদ

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়ে বিভিন্ন প্রকার সমবায় সংগঠন দেখা যায়। সদস্যদের উদ্দেশ্য, কার্যাবলী ও প্রয়োজনের আলোকের আমরা সমবায় সংগঠনকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি-

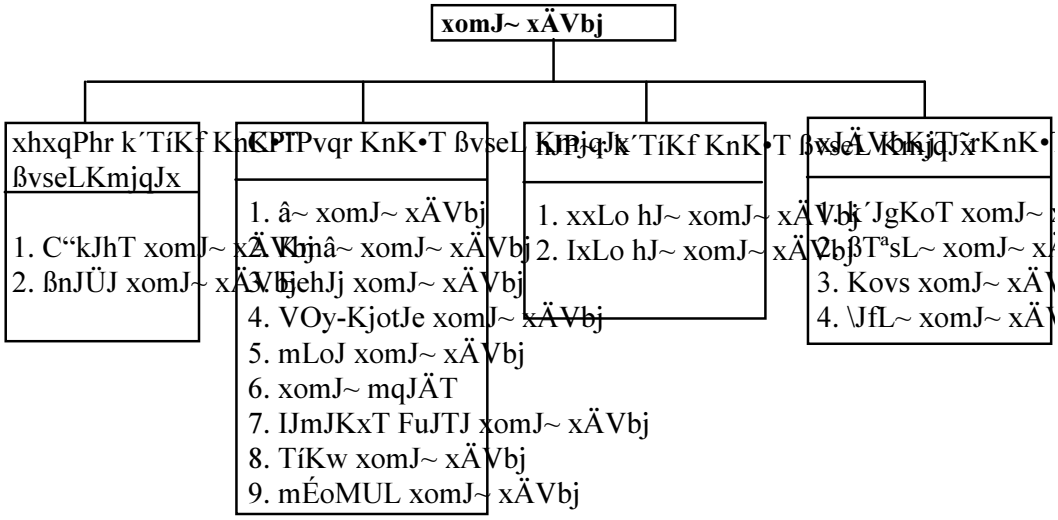

ক. সদস্যদের প্রকৃতি ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস ঃ

সদস্যদের প্রকৃতির আলোকে আমরা সমবায় সংগঠনকে ২ ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা-

১. উৎপাদন সমবায় সমিতি

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের স্বল্প পুঁজির উৎপাদকগণ নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যে সমবায় সংগঠন গঠন করে তাকে উৎপাদক সমবায় সমিতি বলে। সাধারণভাবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মালিকগণ তাদের সীমিত আর্থিক সামর্থ্যের কারণে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা ভোগ করতে পারে না। অপরদিকে স্বল্প মূল্যের কাঁচামাল ক্রয় এবং উৎপাদিত পণ্য-দ্রব্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রির ক্ষেত্রেও নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। এ সকল সমস্যা সকল দিকে থেকে কাটিয়ে ওঠার জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিলে।পর মালিকগণ উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠন এবং পরিচালা করে। ফলে তারা নিজেদের ক্ষুদ্র আর্থিক সামর্থ্যকে একত্রিত করে বৃহদায়ত উৎপাদন সুবিধা, স্বল্প মূল্যে উৎপাদনের উপকরণ ক্রয় সুবিধা এবং নিজেদের উৎপাদিত পণ্য দ্রব্য প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিক্রির সুবিধা পেয়ে থাকে। কৃষি সমবায় সমিতি তাঁও সমবায় সমিতি, দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি, মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি এ জাতীয় সমবায় সমিতি উজ্বল উদাহরণ।

২. ভোক্তা সমবায় সমিতি / সংগঠন

সাধারণভাবে ভোক্তাগণ স্থানীয় খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য-দ্রব্য ক্রয় করতে হয়, পাইকারী ক্রয়ের সুবিধা পায় না এবং পণ্যের গুণগত মান সম্পর্কেও নিশ্চয়তা পায় না। এ সকল সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য ভোক্তাগণ

যে সমিতি গঠন করে, তাকে ভোক্ত সমবায় সংগঠন বলে। এই সংগঠনের মাধ্যমে স্থায়ী পর্যায়ের ভোক্তারা একত্রিত হয়ে তাদের সম্মিলিত প্রয়োজনের আলোকে পণ্য-দ্রব্য ক্রয় করে এবং সংগঠনের কার্যালয় বা বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে সদসদের নিকট তা সরবরাহ করে। সদস্য ছাড়া অন্যান্য লোকজনও এখান থেকে প্রয়োজনীয় পণ্য-দ্রব্য ক্রয় করতেপারে। সদস্যদের থেকে নির্বাচিত বোর্ডের মাধ্যমে এই সংগঠন পরিচালিত হয়। সংগঠনের অর্জিত মুনাফা সদস্যদের মধ্যে বার্ষিক মোট ক্রয়ের অনুপাতে বন্টন করা হয়।

খ. উদ্দেশ্য ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস ঃ

উদ্দেশ্যের আলোকে গঠিত সমবায় সংগঠনকে আমরা ৯টি ভাগে ভাগ করতে পারি, যথা-

১. ক্রয় সমবায় সমিতি / সংগঠন

গ্রামের দরিদ্র কৃষক, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মালিকগণ সম্মিলিতভাবে তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য-দ্রব্য, কাঁচামাল, বীজ, সার যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে এক সাথে অধিকমাত্রায় ক্রয়ের সুবিধা (অর্থাৎ কম মূল্যে ক্রয়ের সুবিধা) পাবার জন্য যে সমবায় সংগঠন গড়ে তোলে, তাকে ক্রয় সমবায় সংগঠন বলে। সাধারণ ভাবে স্থানীয় ভিত্তিতে এই সমবায় সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠন সরাসরি উৎপাদকে বা তাদের প্রতিনিধির নিকট থেকে পাইকারী হারে প্রয়োজনীয় পণ্য-দ্রব্য ক্রয় করে। বৃহদায়তন ক্রয়ের সুবিধা পেয়ে সদস্যরা লাভবান হয়।

২. বিক্রয় সমবায় সংগঠন

গ্রামের কৃষক, ক্ষুদ্র ও কৃটির শিল্পের মালিকগণ তাদের উৎপাদিত পণ্য-দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অধিক সুবিধা পাবার জন্য যে সমবায় সংগঠন গড়ে তোলে তাকে বিক্রয় সমবায় সংগঠন বলে। এই সংগঠন মূলতঃ এলাকা ভিত্তিক ভাবে গড়ে ওঠে। সদস্যরা তাদের উৎপাদিত পণ্য-দ্রব্য গ্রেডিং করে, গুদামজাত করে এবং পাইকারী বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিক্রি করে। ফলে বর্ধিত মূল্যে পণ্য-দ্রব্য বিক্রির সকলেই লাভবান হয় এবং স্থানীয় মহাজন বা মধ্যস্থদের নিকট পণ্য-দ্রব্য বিক্রি করার হাত থেকে রেহাই পায়।

৩. ঋণদান সমবায় সমিতি / সংগঠন

গ্রামের কৃষক, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মালিক এবং স্বল্প আয়ের বিভিন্ন পেশার লোকজন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ-সুবিধা পাবার আশায় যে সংগঠন গঠন করে, তাকে ঋণদান সমবায় সংগঠন বলে। শেয়ার বিক্রয়ের অর্থ, সদস্যদের চাঁদা ও সঞ্চয় এবং সমবায় ও অন্যান্য ব্যাংক থেকে সংগৃহীত ঋণের আলোকে এই সংগঠনের তহবিল গড়ে ওঠে। এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো সদস্যদের প্রয়োজনে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা এবং মহাজনদের চড়া সুদের হার থেকে সদস্যদের রক্ষা করা।

৪. গৃহ-নির্মাণ সমবায় সংগঠন

মধ্যবিত্ত, নিু-মধ্যবিত্ত ও স্বল্প বিত্ত মানুষের আসাবিক সমস্যা সমাধানের জন্য যে সমবায় সংগঠন গঠন করা হয় তাকে গৃহ-নির্মাণ সমবায় সগঠন বলা হয়। সদস্যদের জমানো অর্থ এবং অন্যান্য বাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে সমিতির নামে জমি ক্রয় করে তাতে ফ্লাট তৈরি করা হয়। অতঃপর সদস্যদের মধ্যে সহজ মূল্য পরিশোধ শর্তে এবং কিস্তির ভিত্তিতে তা বন্টন করা হয়। সর্বশেষ কিস্তির টাকা পরিশোধের সাথে সাথে জমি ও ফ্লাটের মালিকানার কাগজপত্র নির্দিষ্ট সদস্যদের নিকট সরবরাহ করা হয়।

৫. বীমা সমবায় সংগঠন

সমবায় ভুক্ত সদস্যদের বীমা চাহিদা মিটানোর জন্য যে সমবায় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাকে বীমা সমবায় সংগঠন বলে। এই এলাকার বীমা গ্রহীতাগণ নিজের বীমা সমস্যা সমাধানের জন্য যৌথ ভাবে এরূপ সংগঠন গড়ে তোলে। যেহেতু সদস্যরাই মালিক ও পরিচালক তাই স্বল্প প্রিমিয়ামেই তারা বীমা করার সুযোগ পায়। সংগঠনের অর্জিত মুনাফা সদস্যদের মধ্যে বন্টন করা হয়। সদস্যদের জীবন বীমা ছাড়াও শষ্য বীমা, গবাদি পশুবীমা ইত্যাদির ব্যবস্থা এই সংগঠনের মাধ্যমে করা হয়।

৬. সমবায় ব্যাংক

বিভিন্ন অঞ্চলের কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণদান সমবায সংগঠন একত্রিত হয়ে তাদের আর্থিক প্রয়োজন পূরনের জন্য কোন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান গঠন করলে, তাকে সমবায় ব্যাংক বলে। সদস্য সমবায় সংগঠনগুলোকে প্রয়োজনের আলোকে এবং সহজ

শতে ঋণ সুবিধা প্রদানই এই ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে, সদস্য ছাড়া অপর কেহ এই ব্যাংকে আমানত রাখার সকল সুযোগ পেয়ে থাকে। তবে ঋণ সুবিধা পায় না।

৭. আবাসিক এলাকা সমবায় সংগঠন

কোন বিশেষ এলাকাকে আবাসিক এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা এবং প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দ পাবার জন্য সমজাতীয় লোকজন যে সংগঠন গড়ে তোলে, তাকে আবাসিক এলাকা সমবায় সংগঠন বলে। এর সদস্যরা জমাকৃত অর্থের অনুপাতে জমি পেয়ে তাকে। তবে জমি বন্ধক রেখে তারা বাড়ি করার ঋণ সুবিধাও পেয়ে থাকে। কিন্তু গৃহনির্মাণ সমবায় সংগঠনের ন্যায় এখানে সদস্যদের মধ্যে গৃহ-নির্মাণ করে দেয়া হয় না। শুধু জমিই দেয়া হয়।

৮. কৃষি সমবায় সংগঠন

কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের কৃষকগণ তাদের পারস্পরিক সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে যে সমবায় সংগঠন গড়ে গেলে, তাকে কৃষি সমবায় সংগঠন বলা হয়। কৃষক সদস্যদের কৃষি কাজে সকল দিক থেকে সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করাই এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য। ইহাকে কৃষি বাজারজাতকরণ সমিতিও বলা হয়।

৯. বহুমুখী সমবায় সংগঠন

একই সাথে একধিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কোন সমবায় সংগঠন গঠন করা হলে, তাকে বহুমুখী সমবায় সংগঠন বলা হয়। এই সংগঠনের কার্যক্ষেত্র ও পরিধি নির্দিষ্ট গত্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। যেমন- কোন সমবায় সংগঠন যদি একই সাথে উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, ঋণদান ইত্যাদি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গঠন করা হয়, তাকেই আমরা বহুমুখী সমবায় সংগঠন বলবো।

গ. দায়ের প্রকৃতি ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস ঃ দায়ের ভিত্তিতে সমবায় সংগঠনকে আমরা ২ ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা-

১. সসীম দায় সমবায় সংগঠন

সাধারণভাবে সমিতির শেয়ার ক্রয় করে সদস্যপদ গ্রহণ করতে হয়। যখন কোন সমবায় সংগঠনের সদস্যদের দায়ের প্রকৃতি তাদের ক্রয়কৃত শেয়ার মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে, তাকে সসীম দায় সমবায় সংগঠন বলা হয়। এক্ষেত্রে শেয়ার মূল্যের চেয়ে বেশি দায় সদস্যদের বহন করতে হয় না। তবে, সংগঠনের নামের শেষে "লিমিটেড" শব্দটি অবশ্যই ব্যবহার করতে হয়।

২. অসীম দায় সমবায় সংগঠন

যে সমবায় সংগঠনের সদস্যদের দায়িত্বের প্রকৃতি তাদের ক্রয়কৃত শেয়ারমূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে না, তাকে অসীম দায় সমবায় সংগঠন বলা হয়। এই সংগঠনের সদস্যগণ ব্যবসায়ের দেনার জন্য একক এবং যৌথভাবে দায়ী থাকে। এরূপ সমবায় সংগঠনের নামের শেষে 'লিমিটেড' শব্দটি ব্যবহার করা যায় না। বাংলাদেশে এরূপ সমবায় সংগঠনের প্রচলন দেখা যায় না।

খ. সাংগঠনিক স্তর ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস

সাংগঠনিক স্তর-ভিত্তিতে আমরা সমবায় সংগঠনকে ৪ ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা-

১. প্রাথমিক সমবায় সংগঠন

স্তরের দিক থেকে সর্বনিম্ন স্তরে যে সমবায় সংগঠন গঠিত হয় তাকে প্রাথমিক সমবায় সংগঠন বলা হয়। সাধারণত গ্রামভিত্তিক গঠিত সমবায় সংগঠনগুলোই প্রাথমিক সমবায় সংগঠন। গ্রাম পর্যায়ের কমপক্ষে ১০ জন ব্যক্তি সদস্য নিয়ে এরূপ সংগঠন গটিত হয়। সদস্যদের নির্বাচিত পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক ইহা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এরূপ সংগঠন ব্যক্তি সদস্য ছাড়া কোন সমিতি সদস্য থাকতে পারে না।

২. কেন্দ্রীয় সমবায় সংগঠন

প্রাথমিক সমবায় সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে যে সমবায় সংগঠন গড়ে ওঠে তাকে কেন্দ্রীয় সমবায় সংগঠন বলে। কম পক্ষে ১০টি প্রাথমিক সমবায় সংগঠন একত্রিত হয়ে এরূপ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কোনরূপ বাহিরের সদস্য ছাড়া সম্পূর্ণরূপে সমিতির সদস্য নিয়ে কেন্দ্রীয় সমবায় সংগঠন গঠিত হয়। প্রাথমিক সমবায় সংগঠনের পরিচালনা পরিষদ থেকে নির্বাচিত সদস্যদের মাধ্যমে এরূপ সংগঠন পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণতঃ গ্রামাভিত্তিক প্রাথমিক সমবায়

সংগঠনগুলো ইউনিয়ন বা থানা পর্যায়ে একত্রিত হয়ে বর্ধিত সুবিধা পাবার আশায় এরূপ সমবায় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে।

৩. মিশ্র সমবায় সংগঠন

ব্যক্তি সদস্যের পাশাপাশি সমিতি সদস্যের সংমিশ্রণে যে সমবায় সংগঠন গঠিত হয়, তাকে মিশ্র সমবায় সংগঠন বলে। এরূপ সমবায় সংগঠনের জন্য ন্যূনতম ১০ জন সদস্যের মধ্যে কমপক্ষে ৬ জন প্রাথমিক সমবায় সংগঠন সদস্য এবং বাকি ৪জন ব্যক্তি সদস্য থাকতে হয়। এই স্তরে জেলা বা বিভাগ অনুযয়ী সমবায় সংগঠনগুলো এবং ব্যক্তিসদস্যরা একত্রিত হয়ে বৃহত্তর সমবায় সংগঠন গড়ে তোলে। ব্যক্তি সদস্য ও সংবিধান সদস্যদের থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক মিশ্র সমবায় সংগঠন পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

৪. জাতীয় সমবায় সংগঠন

কেন্দ্রীয় সমবায় সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে যখন জাতীয় পর্যায়ে কোন সমবায় সংগঠন গড়ে তোলা হয়, তখন তাকে জাতীয় সমবায় সংগঠন বলে। এটি কোন দেশের সর্বোচ্চ স্তরের সমবায় সংগঠন। তাই এখানে কোন ব্যক্তি সদস্য থাকতে পারে না। ন্যূণতম ১০টি কেন্দ্রীয় সমবায় সংগঠন একত্রিত হয়ে এরূপ সংগঠন গড়ে তোলাতে পারি। কেন্দ্রীয় সমবায় সংগঠনগুলো থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক এরূপ সংগঠন পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয। জাতীয় সমবায় সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো জাতীয় পর্যায়ের দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালার দ্বারা কেন্দ্রীয় সদস্য সংগঠনগুলোকে দক্ষ করে গড়ে তোলা। যেমন- জাতীয় তাঁতি সমিতি, জাতীয় মৎস্য জীবি সমিতি এবং জাতীয় সমবায় ব্যাংক জাতীয় সমবায় সংগঠনের উদাহরণ।

উপরে আমরা সমবায় সংগঠনগুলোর শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। যা থেকে দেখা যায় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানেরও প্রয়োজনের আলোকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমবায় সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়ে। ভবিষ্যৎ প্রয়োজন পূরনের জন্যও ইহার অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

উৎপাদক সমবায় সংগঠন

এই পাঠের প্রথমেই আপনারা উৎপাদক সমবায় সংগঠন সম্পর্কে স্পষ্ঠ ধারণা পেয়েছেন। সেখানে আপনারা দেখেছেন যে, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদকগণ নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যে সমবায় সংগঠন গঠন করে, তাকে আমরা উৎপাদক সমবায় সংগঠন বলেছি।

উদ্দেশ্যাবলী ঃ

উৎপাদক সমবায় সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হলোঃ

১. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা;
২. সদস্যদের জন্য বৃহদায়তন ক্রয়, উৎপাদন ও বিক্রয়ের সুবিধা লাভ করা;
৩. মূলধনের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠা;
৪. আধুনিক প্রযুক্তি যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ব্যবহার করা;
৫. কম মূল্যে পণ্য-দ্রব্য উৎপাদন ও বন্টন করা;
৬. উৎপাদিত পণ্য-দ্রব্য সরাসরি বাজারজাত করে মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের উৎখাত করা।
৭. যৌথভাবে গ্রেডিং গুদামজাতকরণ, পরিবহন ও প্রচারের ব্যবস্থা করা।
৮. সমদস্যদের সর্বাধিক আর্থিক সুবিধা প্রদান করা; এবং
৯. সমাজে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

উৎপাদক সমবায় সংগঠনের সুবিধা

উৎপাদক সমবায় সংগঠন গঠনের মাধ্যমে যে সকল সুবিধা ভোগ করা যায়, তা আমরা নিম্নরূপে আলোচনা করতে পারি-

১. যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদকগণ সমবায় সংগঠন গঠনের মাধ্যমে তাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যকে একত্রিত করে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনার সুযোগ পায়। ফলে তারা বৃহদায়তন কাঁচামাল ক্রয়, উৎপাদন ও বিক্রয়ের সুবিধা ভোগ করে থাকে।

২. উন্নত সম্পর্কের সৃষ্টি

উৎপাদন সমবায় সংগঠনে সদস্যরাই মালিক ও শ্রমিক। ফলে তাদের স্বার্থ অভিন্ন থাকে এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব না থাকায় উন্নত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

৩. মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ

এরূপ সমবায় সংগঠন সদস্যরাই তাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদন কেন্দ্র থেকে ক্রয় করে নিজেদের উৎপাদিত পণ্য-দ্রব্য নিজেরাই সরাসরি বাজারজাতকরণ করে। ফলে মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন হয় না। তারা উচ্ছেদ হয়।

৪. বাজারজাতকরণ সহজ

সংগঠন বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য-দ্রব্য উৎপাদন করে এবং উৎপদিত পণ্য নিজেরাই ভোগ ও বন্টন করে। ফলে উৎপাদকের মধ্যে প্রতিযোগিতা হ্রাস পায় এবং বাজারজাতকরণ সহজ হয়।

৫. ব্যয়-হ্রাস

এরূপ সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে বৃহদায়তন ক্রয়, উৎপাদন ও বন্টন সুবিধার কারণে এক দিকে ব্যয় হ্রাস পায়। অপরদিকে মালিকগণই শ্রমিক ও পরিচালক হিসেবে কাজ করে। ফলে সকল স্তরে ব্যয় হ্রাস পায়।

৬. আয়-বৃদ্ধি

এরূপ সমবায় সংগঠনের সর্বস্তরে ব্যয় হ্রাস পায় বলে ইহার আয়-প্রতিনিয়িতই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৭. প্রশিক্ষণ গ্রহণ

উৎপাদক সমবায় সংগঠনে সম্পৃক্ত হয়ে সদস্যরা ইহার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ব্যাপারে বাস্তব প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। ফলে তাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়।

৮. বেকার সমস্যা হ্রাস

উৎপাদক সমবায় সংগঠন চাহিদা অনুযায়ী পণ্য-দ্রব্য উৎপাদন ও বন্টন করে। সামর্থ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং বেকার সমস্যা হ্রাস পায়।

৯. উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার

এরূপ সংগঠনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলধনের সমন্বয়ে বৃহৎ পুঁজির সৃষ্টি হয়। ফলে পণ্য-দ্রব্য উৎপাদন ও বন্টনের সকল স্তরে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করা যায়।

১০. শ্রম বিভাজন

উৎপাদক সমবায় সংগঠন বিভিন্ন দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সদস্যদের সমাবেশ ঘটে। তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন-নতুন কার্যক্রম হাতে নেয়া যায়। ফলে শ্রমবিভাজন সুবিধা পাওয়া যায়।

উপরের বিস্তারিত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, উৎপাদক সমবায় সংগঠন সদস্যদের সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের চেস্টা করে। ফলে তাদের ব্যয় হ্রাস পায়, আয় বৃদ্ধি পায় এবং জীবন-যাত্রার মান উন্নত হয়।

উৎপাদক সমবায় সংগঠনের অসুবিধা

উৎপাদক সমবায় সংগঠনের অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ইহার বেশ কিছু অসুবিধা রয়েছে, যা নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. অদক্ষ ব্যবস্থাপনা

উৎপাদক সবায় সংগঠন মধ্যবিত্ত, নিু মধ্যবিত্ত এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমজীবী লোকদের নিয়ে গঠিত হয়। এদের অধিকাংশই অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত তারা দক্ষ কর্মী হলেও দক্ষ ব্যবস্থাপক নয়। তাই তাদের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত এরূপ সংগঠনে দক্ষ ব্যবস্থাপনার প্রবল অভাব দেখা দেয়।

২. মূলধনের স্বল্পতা

আধুনিক বৃহদায়তন উৎপাদন ও বন্টনের জন্য প্রচুর মূলধনের দরকার হয়। কিন্তু উৎপাদক সমবায় সংগঠনের সদস্যদের সীমিত সামর্থের কারণে তা যোগান দেয়া হয়ে উঠে না। ফলে অনেক সময় সম্প্রসারণ ও বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

৩. দায়িত্বে অবহেলা

যৌথ স্বার্থের কারণে ইহার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের মধ্যে কর্তব্যে অবহেলা, অসাধুতা ও আন্তরিকতার অভাব দেখা দেয়। ফলে লাভের চেয়ে লোকসানই হয় বেশি।

৪. পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ

মাত্র ১০ জন সদস্য নিয়েই এরূপ সমবায় সংগঠন গঠন করা যায়। ফলে অনেক সময় একই পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজন দ্বারা এরূপ সংগঠন গড়ে ওঠে। সাধারণ উৎপাদকদের সদস্যপদ অর্জন সম্ভব হয় না। ফলে পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫. প্রতিযোগিতামূলক সামর্থের অভাব

বৃহদায়তন উৎপাদনকারীদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য এরূপ সংগঠন গঠন করা হয়। কিন্তু মূলধনের স্বল্পতা শিক্ষার অভাব সাংগঠনিক দুর্বল, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির কারণে এরূপ সংগঠন বৃহদায়তন উৎপাদকদের সাথে টিকে থাকতে পারে না।

৬. উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব

মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে এরূপ সংগঠন গঠিত হয় না। আবার অর্জিত মুনাফার ২০% সংরক্ষিত তহবিলে জমা রাখা হয়। অপর দিকে পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট সদস্যরা কোনরূপ আর্থিক সুবিধা পায় না। ফলে সদস্যদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার অভাব দেখা দেয়।

ভোক্তা সমবায় সংগঠন

এই পাঠ থেকে আমরা ভোক্তা সমবায় সংগঠন সম্পর্কেও ইতোপূর্বে ধারণা অর্জন করেছি। সেখানে আমরা উল্লেখ করেছি এরূপ সংগঠনের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের ভোক্তারা একত্রিত হয়ে তাদের সম্মিলিত প্রয়োজনের আলোকে পণ্য-দ্রব্য ক্রয় করে এবং সংগঠনের মাধ্যমেই সদস্যদের নিকট বন্টন করে। ফলে তারা পাইকারী ক্রয়ের সুবিধা পায়, চড়ামূল্যে খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করতে হয় না এবং পণ্যের গুণগত মান সম্পর্কেও তারা নিশ্চিত থাকে।

উদ্দেশ্য

এবার আমরা ভোক্তা সমবায় সংগঠনের উদ্দেশ্যগুলো সম্পর্কে আমরা ধারণা লাভ করবো-

১. সদস্যদের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য যোগান দেয়া;
২. অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে এবং উৎকৃষ্ট মানের পণ্য-দ্রব্য সরবরাহ করা;
৩. সরাসরি উৎপাদক ও সরবরাহকারীদের নিকট থেকে পণ্য-দ্রব্য ক্রয় করা;
৪. বৃহদায়তন ক্রয়-সুবিধা লাভ করা;
৫. সংগঠনের মাধ্যমেই সদস্যদের নিকট পণ্য-দ্রব্য পৌঁছানো;
৬. মধ্যস্থ কারবারীদের উচ্ছেদ করা;
৭. সদস্যদের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
৮. সদস্যদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন করা।

ভোক্তা সমবায় সংগঠনের সুবিধা

ভোক্তা সমবায় সংগঠন যে সকল সুবিধা ভোগ করে থাকে, তা নিম্নরূপ-

১. ন্যায্য মূল্যে পণ্য প্রাপ্তি

ভোক্তা সমবায় সংগঠন সরাসরি উৎপাদক বা পাইকারি ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় পণ্য-দ্রব্র ক্রয় করে এবং সদস্যদের নিকট সরবরাহ করে। ফলে সংগঠন ন্যায্যমূল্যে পণ্য-দ্রব্য সংগ্রহ ও সরবাহের সুযোগ পায়।

২. উন্নতমানের পণ্য সরবরাহ

সদস্যগণ তাদের পছন্দ ও রুচি অনুযায়ী উৎকৃষ্ট পণ্য উৎপাদকদের নিকট থেকে ক্রয় ও সরবরাহ করে। ফলে সদস্যরা ভেজাল পণ্য-দ্রব্য থেকে রেহাই পায়।

৩. মধ্যস্থ কারবারীদের উৎখাত

এরূপ সংগঠন নিজেদের প্রয়োজনীয় পণ্য-দ্রব্য উৎপাদকদের থেকে সরাসরি ক্রয় করে এবং সংগঠনের মানই

সদস্যদের নিকট সরবরাহ করে। ফলে মধ্যস্থ কারবারীদের কোন প্রয়োজন হয় না।

৪. নিয়মিত পণ্য সরবরাহ

এরূপ সংগঠন সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী নিয়মিত পণ্য-দ্রব্য ক্রয় ও সরবরাহ করে থাকে। ফলে পণ্য-দ্রব্য প্রাপ্তি বিষয়ে সদস্যদের নিশ্চিত থাকে।

৫. বাজারজাতকরণ সুবিধা

সদস্যরাই এরূপ সংগঠনের গ্রাহক। সদস্যদের প্রয়োজন ও চাহিদার আলোকেই পণ্য-দ্রব্য কেনা হয় এবং সরবরাহ করা হয়। ফলে পণ্য বিক্রয়ে কোনরূপ সমস্যা হয় না এবং কোনরূপ প্রচারণারও দরকার হয় না।

৬. মিতব্যয়িতা অর্জন

সদস্যরাই পণ্য-দ্রব্য উৎপাদকদের থেকে ক্রয় করে। ভোগ করে এবং পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। কোনরূপ প্রচারণারও দরকার হয় না। ফলে সকল স্তরে মিতব্যয়িতা নিশ্চিত হয়।

৭. সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়ন

এই সংগঠনের মাধ্যমে বিশেষ এলাকার ভোক্তারা একত্রিত ও সংঘবদ্ধ হয়। সংগঠন পরিচালনা করতে গিয়ে তাদের মধ্যে আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়। ফলে সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়ন হয়।

৮. আয় ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন

সদস্যরা প্রয়োজনের আলোকে উৎকৃষ্ট পণ্য-দ্রব্য ন্যায্য মূল্যে পেয়ে থাকে। অপর দিকে ভোগের আলোকে মুনাফার অংশ পায়। ফলে তাদের আয় বৃদ্ধি এবং বর্ণিত ভোগের দ্বারা জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

ভোক্তা সমবায় সংগঠনের অসুবিধা ঃ ইহার অনেক সুবিধা সত্ত্বেও কিছু অসুবিধা রয়েছে। ভোক্তা সমবায় সংগঠনের অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ-

১. দক্ষ্য ব্যবস্থাপনার অভাব

ভোক্তা সমবায় সংগঠন এর সদস্যরা মূলতঃ দরিদ্র। শিক্ষা ও দক্ষতার স্বল্পতাও তাদের মধ্যে দেখা যায়। ফলে তাদের দ্বারা গঠিত পরিচালনা পরিষদ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সাথে ইহা পরিচালনা করতে পারে না।

২. মূলধনের স্বল্পতা

সদস্যরা দরিদ্র হবার কারণে প্রয়োজনের আলোকে পর্যাপ্ত মূলধন সরবরাহ সম্ভব হয় না। ফলে, মূলধনের অভাবে ইহার সম্প্রসারণ ও উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হয়।

৩. রকমারি পণ্য-দ্রব্যের অভাব

সদস্যদের প্রয়োজনীয় পণ্য-দ্রব্য সরবরাহের জন্যই মূলত এরূপ সমবায় সংগঠন গঠিত ও পরিচালিত হয়। কিন্তু মূলধনের স্বল্পতার কারণে ভোক্তাদের রুচি, চাহিদা ও প্রয়োজনের আলোকে রকমারি পণ্য-দ্রব্য সরবরাহ করা যায় না। ফলে উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হয়।

৪. উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব

ভোক্তা সমবায় সংগঠনের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সাথে যারা সংশ্লিষ্ট থাকে তারা কোন রূপ পরিশ্রম পায় না। অপর দিকে, পণ্যের বাজার নিশ্চিত থাকায় তাদের চিন্তা-ভাবনা কম থাকে। ফলে সামগ্রিক ভাবে তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা হ্রাস পায়।

৫. পণ্য মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি পায়

পণ্য দ্রব্যের মূল্য প্রায়ই অস্থিতিশীল থাকে। ক্রয় এবং ভোগের মধ্যবর্তী সময়ে পণ্য-দ্রব্যের মূল্য উঠানামা করলে ইহার দায় সংগঠনকে বহন করতে হয়। ফলে ইহার অস্তিত্ব নিয়েই সমস্যা দেখা দেয়।

৬. হিসাব-সংরক্ষণ সমস্যা

এরূপ সমাধানের অর্জিত মুনাফার উপর লভ্যাংশ শেয়ার অনুপাতে সদস্যদের নিকট বন্টন করা হয় না। বন্টন করা হয় মোট ভোগের উপর ভিত্তি করে। ফলে প্রতিটি সদস্যদের বার্ষিক মোট ক্রয়ের হিসাব সংরক্ষণে সমস্যা দেখা দেয়।

পাঠ-সংক্ষেপ
- সমবায় সংগঠনকে বৃহৎ অর্থে ৪ ভাগে ভাগ করা যায় ঃ যথা সদস্যদের প্রকৃতি ভিত্তিক, উদ্দেশ্য ভিত্তিক দায়ের প্রকৃতি ভিত্তিক এবং সাংগঠনিক স্তর ভিত্তিক।
- বৃহৎ শ্রেণী বিভাগকে আবার বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় (যা ৫.১ নং চিত্রে দেখা যায়)।
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদকদের নিয়ে উৎপাদক সমবায় সংগঠন এবং স্থানীয় পর্যায়ের ভোক্তাদের নিয়ে ভোক্তা সমবায় সংগঠন গঠিত হয়ে থাকে।
- উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের আলোকেই মূলতঃ সমবায় সংগঠনগুলো গড়ে ওঠে এবং ইহাদের নামকরণ সেভাবেই হয়।
- বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত সকল সমবায় সংগঠনের দায়ই শেয়ারমূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ।
- গ্রাম পর্যায়ে যে সমবায় সংগঠন স্থাপিত হয়, তাহলো প্রাথমিক সমবায় সংগঠন।
- প্রাথমিক সমবায় সংগঠনের আলোকে কেন্দ্রীয় এবং কেন্দ্রীয় সমবায় সংগঠনের আলোকে জাতীয় সমবায় সংগঠন গঠিত হয়।

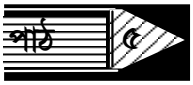

সমবায় সংগঠনের সমস্যা এবং প্রতিকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সমবায় সংগঠনের সমস্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।
- সমস্যাবলী প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

সমবায় সংগঠনের সমস্যাবলী

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এ দেশের অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র ও বিত্তহীন। শিক্ষার হারও এদেশে কম। তাই এদেশের স্বল্প শিক্ষিত, দরিদ্র ও বিত্তহীন মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমবায় সংগঠন একান্ত অপরিহার্য। তথাপি এদেশে সমবায় আন্দোলন আশানুরূপ সাফল্য লাভ করেনি। এর পিছনে অনেক কারণ বিদ্যমান। নিম্নে বাংলাদেশে সমবায় সংগঠনের সমস্যা বা ব্যর্থতার কারণগুলো আলোচনা করা হলোঃ

১. শিক্ষার অভাব

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর। সঠিক শিক্ষার অভাবে তারা নিজের ভাল-মন্দ এবং সমবায়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও উপকারিতা বুঝতে পারে না। ফলে সমবায়ের অগ্রগতি হ্রাস পায়।

২. সমবায়ের স্পৃহার অভাব

শিক্ষার অভাবের কারণে সমিতির সদস্যরা ইহা গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে, ইহার মাধ্যমে পারস্পরিক আর্থিক কল্যাণ সম্পর্কে বুঝতে পারে না। ফলে সমবায় আন্দোলন জোরদার হয় না।

৩. আইনগত জটিলতা

আমাদের দেশে ১৯৮৪ সালের সমবায় আইন এবং ১৯৮৭ সালের সমবায় অর্ডিন্যান্স দ্বারা সমবায় সংগঠন গঠিত পরিচালিত হয়। সমবায় নিবন্ধনও বাধ্যতামূলক। অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত স্বল্প বিত্তের লোকদের পক্ষে ইহা গঠন ও পরিচালনায় খুব সমস্যা দেখা দেয়।

৪. মূলধনের অভাব

আমাদের দেশে স্বল্প বিত্ত ও মধ্যবিত্তের লোকজনের সমন্বয়ে সমবায় সংগঠন গঠিত হয়। তাদের আর্থিক সামর্থ্য খুব একটা নেই। তাই প্রয়োজন অনুযায়ী মূলধনের যোগান দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে সম্ভাবনা থাকলেও পুঁজির অভাবে সফলতা লাভ করা সম্ভব হয় না।

৫. দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব

সমবায়ের সদস্যদের অধিকাংশই অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ। তাদের মধ্য থেকেই পরিচালনা পরিষদ গঠিত হয়। যাদের প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় পরিচালার কোন দক্ষতা, অভিজ্ঞতা নেই। ফলে সমবায় সংগঠনগুলো আশানুরূপ ফলাফল লাভ করতে ব্যর্থ হয়।

৬. সমবায়ের নীতিমালা মানার অভাব

সমবায় সংগঠন কতকগুলো মৌলিক নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নীতিমালাগুলো মেনে চলার উপরই মূলতঃ নির্ভর করে। কিন্তু আমাদের দেশের সমবায়ীদের মধ্যে ইহা মেনে চলার মানসিকতা খুব কম দেখা যায়। ফলে সমবায় সংগঠনগুলো ভালোভাবে চলতে পারে না।

৭. উৎসাহ ধরে রাখার অভাব

আমাদের দেশে সমবায় সংগঠনগুলো প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে গঠন করা হয়। কিন্তু উদ্যোক্তারা পরবর্তী পর্যায়ে তা ধরে রাখতে পারে না। ফলে মাঝ পথে এসে অধিকাংশ সমবায় সংগঠনই ঝিমিয়ে পড়ে।

৮. সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব

আমাদের দেশের অধিকাংশ সমবায়ই অশিক্ষিত ও অদক্ষ। তাদের দক্ষ ভাবে গড়ে তোলার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। অথচ, এরূপ সুযোগ আমাদের দেশে নেই। ফলে সমবায় সংগঠনগুলো দক্ষতা অর্জন করতে পারে না।

৯. স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি

আমাদের দেশে সমবায় সংগঠনগুলোতে প্রচুর স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি দেখা যায়। তুলনামূলক চতুর সদস্যদের দ্বারা ইহা পরিচালিত হয়। ফলে সকল ক্ষেত্রে সাধারণ সদস্যদের ঠকানোর প্রবণতা এখানে লক্ষ্য করা যায়।

১০. জনগণের আস্থার অভাব

পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, সমবায়ের মূলনীতি হলেও এদেমের জনগণের মধ্যে সমবায়ের প্রতি আস্থার অভাব রয়েছে। সমবায় সংগঠন করে প্রতারিত হওয়া, সমবায় সম্পর্কে প্রচারণার স্বল্পতা, অধিকাংশ সমবায় সাফল্য অর্জনে ব্যর্থতা ইত্যাদি কারণেই সমবায় সম্পর্কে জনমনে আস্থাহীনতা দেখা দেয়।

১১. সরকারি সহযোগিতার অভাব

দেশের দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষের উদ্যোগে গঠিত সমবায় আন্দোলনকে সঠিকরূপে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সরকারের উদ্যোগ, পরিকল্পনা ও সহযোগিতা এদেশে নেই। ফলে সমবায় সংগঠনগুলোর বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়।

১২. সঠিক পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তের অভাব

সদস্যদের শিক্ষা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার স্বল্পতার কারণে প্রয়োজনের আলোকে দ্রুততার সাথে সঠিক সময়ে সঠিক পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করতেপারে না। ফলে সমবায় সংগঠনগুলো ব্যর্থ হয়।

১৩. দক্ষ কর্মচারীর অভাব

সমবায় সংগঠনগুলো তুলনামূলক ছোট সংগঠন হয়ে থাকে। ফলে দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মচারী পাওয়া যায় না। কখনো অভিজ্ঞ কর্মচারী পাওয়া গেলেও বর্ধিত বেতনে তাদের ধরে রাখা যায় না। ফলে ইহার অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

১৪. হিসাব সংরক্ষণ সমস্যা

সমবায় সমিতির আইন অনুযায়ী ইহার সংরক্ষণ করতেহয়। সঠিক স্থানের অভাবে হিসাবরক্ষণ কার্যে নিয়োজিত কর্মী অনিয়মিত হিসাব সংরক্ষণ করে। ফলে সমবায় সংগঠনগুলোতে তহবিল তছরুপ, জালিয়াতি ও কারচুরি একটি নিয়মিত বিষয় হয়ে ওঠে।

এ সকল সমস্যার কারণে বাংলাদেশে সমবায় সংগঠনগুলো সাফল্য অর্জন করতে পারে না। মাঝপথেই ঝিমিয়ে পড়ে।

সমবায় সংগঠনের সমস্যা দূর করার উপায়

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায় সংগঠনের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সমবায়ের মাধ্যমে উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তাই সমবায়ের যে সকল সমস্যা রয়েছে তা দূরীভূত করা দরকার। তবেই সমবায় তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হবে। সমবায়ের সমস্যাগুলোকে দূরীকরণের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নেয়া যায়ঃ

১. শিক্ষার প্রসার

দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর বলে তারা নিজেদের ভালো মন্দ এবং সমবায়ের উপকারিতা বুঝতে ব্যর্থ হয়। তাই শিক্ষা প্রসার কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষিত করে গড়ে তোলাতে হবে এবং সাথে সাথে সমবায়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উপকারিতা সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। তবেই সমবায়ের গুরুত্ব বুঝতে পারবে এবং সমবায়ের প্রতি আগ্রহী হবে।

২. সমবায় সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা

সমবায় সংগঠনের মূল নীতিমালা এবং ইহার দ্বারা প্রাপ্ত সুবিধা সম্পর্কে সকল প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা দরকার। এ লক্ষ্যে সমবায় দিবস বা সমবায় সপ্তাহ' পালনের মাধ্যমে তা করা যেতে পারে। ফলে সকলের প্রতি সমবায় সচেতনতা গড়ে উঠবে।

৩. পাঠক্রমে সমবায় বিষয় সংযুক্তকরণ

সমবায়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনকে ব্যাপক আকারে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য প্রাইমারি, মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক এবং

ডিগ্রী (পাস ও অনার্স) পর্যায়ে সমবায়কে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। ফলে শিক্ষার্থীরা সমবায়ের গঠনপ্রণালী নীতি, সুফল সম্পর্কে উৎসাহিত হবে এবং পরবর্তীতে সমবায় সংগঠন গড়ে তোলবে।

৪. প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমবায় বিষয়ে প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা এবং জেলা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সমবায়ের নীতি, কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণের আওতায় পরিচালনা পরিষদ, নির্বাহী, কর্মচারী ও সকল সদস্যকে আনতে হবে। তবেই সমবায়ীরা বাস্তব জ্ঞান লাভে সমর্থ হবে।

৫. সমবায় বিষয়ক প্রকাশনা বৃদ্ধি

সমবায়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস ও সুফল সম্পর্কে দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে অবহিত করার জন্য বইপত্র, সাময়িকী এবং বুকলেট ব্যাপক আকারে প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে। তবেই সমবায় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

৬. স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি দূরীকরণ

সমবায় সংগঠনগুলোর মধ্যে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি ব্যাপক মাত্রায় বিদ্যমান। এ বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগসহ সকলকে গভীর দৃষ্টি দিতে হবে। তবে ইহা স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির হাত থেকে রক্ষা পাবে।

৭. সমন্বয়-বিধান

সমবায়কে গতিশীল ও কার্যকর করার জন্য সরকারের মন্ত্রণালয়, সমবায় বিভাগ ও দপ্তর এর সাথে প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমবায় সংগঠনগুলোর মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন এবং সমন্বয় জোরদার করতে হবে। ফলে সমবায়ের ভিত্তি মজবুত হবে।

৮. সমবায় বিভাগের উন্নয়ন

সমবায় উন্নয়নের মূল দায়িত্ব সরকারের সমবায় বিভাগের উপর ন্যস্ত। তাই এ বিভাগের অব্যবস্থা ও জটিলতা নিরসন করতেহবে। অপর দিকে সমবায় মন্ত্রণালয় ও সমবায় বিভাগের সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য সমবায় আদর্শে বিশ্বাসী লোকদের নিয়োগ দিতে হবে।

৯. সরকারি সহযোগিতা বৃদ্ধি

সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্য সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা ছারা সমবায় উন্নয়ন এবং সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। সমবায়ের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় থাকলেও আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাব বিদ্যমান। এক্ষেত্রে সরকারের আর্থিক এবং বৈষয়িক সমর্থন, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১০. হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষণ

হিসাব সংরক্ষণের আধুনিক নীতি-পদ্ধতির আলোকে প্রতিটি সমবায়ের হিসাব রাখতে হবে। সমবায়ে অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষণ ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং চাটার্ড এ্যাকাউনট্যান্ট দ্বারা বৎসরান্তে সংগঠনের হিসাব নিরীক্ষা করে সাধারণ সভায় পেশ করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তবেই হিসাব-সংক্রান্ত সকল অনিয়ম ও দুর্নীতি দূরীভূত হবে।

পাঠ-সংক্ষেপ

সমবায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও গণমানুষের উন্নয়নের জন্য অতি জরুরী হলেও ইহার সমস্যা থাকে। যেমন- শিক্ষার অভাব, স্পৃহার অভাব, মূলধনের অভাব, দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব, নীতিমালা মানার অভাব, উৎসাহ ধরে রাখার অভাব, সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি ইত্যাদি।

এ সকল সমস্যা দূর করার জন্য, সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে কিছু পদক্ষেপ নেয়া অতি জরুরী। যার মধ্যে রয়েছে- শিক্ষার প্রসার, ব্যাপক প্রচারণা, পাঠক্রমে সমবায় সংযুক্তকরণ, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ, প্রকাশনা বৃদ্ধি, স্বজনপ্রীতি দূর, সরকারি সহযোগিতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. সমবায় সংগঠনের সংজ্ঞা দিন।
২. উপ-বিধি কি?
৩. উপবিধিতে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে?

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. সমবায় সংগঠনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।
২. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমবায় সংগঠনের ভূমিকা আলোচনা করুন।
৩. সমবায় সংগঠনের মৌলিক নীতিমালাগুলো আলোচনা করুন।
৪. বাংলাদেশে সমবায় সংগঠনের পদ্ধতি আলোচনা করুন।
৫. সমবায় সংগঠনের প্রকারভেদ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৬. উৎপাদন ও ভোক্তা সমবায় সংগঠনের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা করুন।
৭. বাংলাদেশে সমবায় সংগঠনের অসুবিধাগুলো কি কি? উক্ত অসুবিধাসমূহ কি ভাবে দূর করা যায়?